কলকাতা উচ্চ আদালত
(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০২০ সালের সি. আর. আর. ৩০২

রাজেশ সিং

বনাম

পাপ্রিকা ইলেকট্রনিক প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের জন্যঃ কেউ নয়।

১ নং বিরোধী দলের জন্যঃ শ্রী অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য।

শুনানি শেষ হয়েছে - ২৮.০৮.২০২৩

বিচার- **২৫.০৯.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)-

১. এই সংশোধনীটি কলকাতার নগর দায়রা কোর্টের বেঞ্চ-১-এর বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক ২০১৭ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ১৫৩-এ প্রদত্ত ২৯.১১.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে, যা ২০.০৪.২০১৭ তারিখের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা আদালত কর্তৃক ২০১২ সালের মামলা নং C/৪৩১৫-এ প্রদত্ত রায় এবং আদেশকে সমর্থন করে, যেখানে আবেদনকারীকে ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং আদালত কক্ষের ভিতরে আটক রেখে আদালতের উত্থান পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ১ (এক) বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২. আবেদনকারীর মামলা হল, বিপরীত পক্ষ ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য কলকাতার মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ মামলা দায়ের করে, যা ২০১২ সালের মামলা নং সি/৪৩১৫ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় এবং মামলাটি আমলে নেওয়ার পর মামলাটি বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য কলকাতার তৃতীয় আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে (এখন থেকে "বিজ্ঞ বিচার আদালত" হিসেবে উল্লেখ করা হবে) স্থানান্তর করা হয়।

৩. সংক্ষেপে বিপরীত পক্ষ/অভিযোগকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারীর বিপরীত পক্ষ/অভিযোগকারীর সাথে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল এবং উক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনে, একটি অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক জারি করা হয়েছিল

বিপরীত পক্ষকে বিদ্যমান আর্থিক দায়মুক্তির জন্য ২৪.১১.২০১১ তারিখের চেক নং ০৪২২৪০ এর মাধ্যমে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, রানিগঞ্জ শাখা, জেলা - বর্ধমানে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার চেকটি জমা দেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত চেকটি নগদীকরণের জন্য তার ব্যাংকার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, পার্ক স্ট্রিট শাখা, কলকাতায় যথাযথভাবে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু উক্ত চেকটি "ড্রয়ার স্বাক্ষর অসম্পূর্ণ" মন্তব্য সহ বাতিল করা হয়েছিল। ১৮.০১.২০১২ তারিখের চেক রিটার্ন মেমোর মাধ্যমে বিপরীত পক্ষ উক্ত তথ্যটি গ্রহণ করে। এরপর বিপরীত পক্ষ তার বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ০১.০২.২০১২ তারিখের একটি ডিমান্ড নোটিশ পাঠায় ০৯.০২.২০১২ তারিখে এবং উক্ত নোটিশ পাওয়ার পরেও, আবেদনকারী যখন অর্থ পরিশোধ করেননি, তখন বিপরীত পক্ষ তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করে।

৪. তার মামলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিপরীত পক্ষ নিজেকে সাক্ষী হিসেবে জেরা করে এবং ২৪.১০.২০১১ তারিখের বোর্ড রেজোলিউশনের উদ্ধৃতি, ০৪২২৪০ নম্বরের চেক, ১৮.০১.২০১২ তারিখের চেক রিটার্ন মেমো, ০১.০২.২০১২ তারিখের ডিমান্ড নোটিশের কপি, ডাক রসিদ এবং অ্যাকাউন্ট কার্ডের মতো নথির উপর নির্ভর করে। উক্ত নথিগুলিকে যথাক্রমে এক্সবিটি-১ থেকে ৬ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

৫. আবেদনকারী তাঁর পক্ষ থেকে নিজেকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং ডাকের রসিদ সহ চিঠির অনুলিপি, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট এবং এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের মতো নথির উপরও নির্ভর করেছিলেন।

৬. বিচার শেষে এবং পক্ষগুলির শুনানির পর, বিজ্ঞ বিচার আদালত ২০.০৪.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট,

যেখানে আবেদনকারীকে ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং আদালত কক্ষের ভেতরে আটক রেখে আদালত উঠা পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে অনাদায়ে ১ (এক) বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে না হয়।

৭. ২০১২ সালের মামলা নং C/৪৩১৫-এ বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ২০.০৪.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে, আবেদনকারী বিজ্ঞ নগর দায়রা আদালত, কলকাতার সামনে একটি ফৌজদারি সংশোধনের আবেদন করেন যা ২০১৭ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ১৫৩ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল এবং বিজ্ঞ বিচারক, বেঞ্চ-১, সিটি দায়রা আদালত, কলকাতা (এখন থেকে "বিজ্ঞ বিচারক" হিসাবে উল্লেখ করা হবে) ২৯.১১.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ দ্বারা বিজ্ঞ মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালত, কলকাতা কর্তৃক ২০.০৪.২০১৭ তারিখের মামলা নং C/৪৩১৫-এ প্রদত্ত রায় এবং আদেশকে বহাল রেখেছেন।

৮. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় দাখিল করেছেন যে, বিতর্কিত রায় এবং আদেশ রেকর্ডে স্থাপিত তথ্যের কোনও মূল্যায়ন না করেই যান্ত্রিকভাবে জারি করা হয়েছে। বিচারিক মন থেকে কোনও প্রয়োগ করা হয়নি এবং বিজ্ঞ আপিল আদালতের বিচারক এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত উভয়ই দোষের ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং সেই কারণে উক্ত রায় এবং আদেশগুলি বাতিলযোগ্য।

৯. এটি আরও বলা হয়েছে যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বিরোধী পক্ষ তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছে যে আবেদনকারীর কাজ

ফেব্রুয়ারী, ২০১১ থেকে বন্ধ রয়েছে এবং তাদের সংস্থা আবেদনকারীর সাথে মেসার্স নিউ সিং ইলেকট্রনিক্স নামে এবং শৈলীতে ব্যবসা শুরু করেছে, যেখানে প্রশ্নযুক্ত চেকটি ২৪.১০.২০১১ তারিখের ছিল, কারণ ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পরে চেক প্রদান করা হয় না।

১০. বিজ্ঞ বিচার আদালত এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আবেদনকারীর ব্যবসা বন্ধ করার আগে, আবেদনকারী সমস্ত পাওনা (এক্সবিটি-বি এবং সি) পরিশোধ করেছেন কারণ বিপরীত পক্ষের প্রতি আবেদনকারীর দায়বদ্ধতা তৈরি হয় না, কিন্তু অন্যদিকে বিজ্ঞ বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বিপরীত পক্ষ এমন একটিও নথি উপস্থাপন করতে পারেনি যার থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে আবেদনকারীর বিপরীত পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং এই দিকগুলি বিবেচনা এবং পর্যবেক্ষণ না করেই উভয় বিজ্ঞ আদালত যান্ত্রিকভাবে বিতর্কিত রায় এবং আদেশ জারি করেছে।

১১. উভয় বিজ্ঞ আদালত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, আবেদনকারী কর্তৃক বাতিলকৃত চেকটি ব্যবসা বন্ধ হওয়ার এবং পাওনা পরিশোধের অনেক আগে জামানত হিসেবে ইস্যু করা হয়েছিল এবং বিপরীত পক্ষ কর্তৃক জামানত হিসেবে তা আটকে রাখা হয়েছে কারণ আবেদনকারী নিউ সিং ইলেকট্রনিক্সের নামে এবং স্টাইলে বিপরীত পক্ষের সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বারবার অনুরোধ করার পরেও আবেদনকারীকে তা ফেরত দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে, বিপরীত পক্ষ গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এটি ব্যাংকে জমা দেয় যা পরবর্তীতে অসম্মানিত হয়।

১২. আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, আবেদনকারী স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে আবেদনকারী বিপরীত পক্ষের সমস্ত পাওনা (Exbt – B এবং C) পরিশোধ করেছেন এবং সেইজন্য এনআই আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীনে অনুমান আবেদনকারী কর্তৃক খণ্ডন করা হয়েছে এবং বিপরীত পক্ষের উপর এটি প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল যে উক্ত চেকটি ইস্যু করার জন্য একটি পাওনা ছিল।

তবে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ এই দিকগুলি উপলব্ধি না করেই যান্ত্রিকভাবে এবং ভুলভাবে বিতর্কিত রায় এবং আদেশ জারি করেছেন এবং তাই বিতর্কিত রায় এবং আদেশ খারাপ এবং অবৈধ হওয়ায় তা বাতিল এবং/অথবা বাতিল করার যোগ্য।

১৩. বিপরীত পক্ষ নং ১-এর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী স্বীকার করেছেন যে তিনি তার দায়মুক্তির জন্য চেকটি জারি করেছেন এবং বিচারিক আদালত এবং আপিল আদালত সঠিকভাবে তাদের রায় দিয়েছেন, যার কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

১৪. নথি থেকে দেখা যায় যেঃ-

i) লিখিত অভিযোগের ৮ নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ-

"১৮.০১.২০১২ তারিখের ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, রানিগঞ্জ শাখা, আনন্দ ভবন, এম.জি. রোড, জেলা বর্ধমান- ৭১৩ ৩৪৭-এর কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর সম্বলিত রিটার্ন মেমোতে "ড্রয়ারের স্বাক্ষর অসম্পূর্ণ" মন্তব্য করে উক্ত চেকটি অসম্মানিত হয়ে ফিরে এসেছে। এটি উক্ত চেক রিটার্ন মেমো এবং আপনার সম্মানিত সম্মানিত সম্মানিত সম্মানিত মেমোটিকে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করবেন।"

ii) ৩৩ পৃষ্ঠায় মেমোটির অনুলিপি একই সমর্থন করে।

iii) হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে, আবেদনকারী বিচারিক আদালতে ৫,০০,০০০/- টাকা জমা দেন।

iv) আবেদনকারী/অভিযুক্ত/দোষীদের যুক্তি হল যে সমস্ত বকেয়া কোম্পানির আগে সাফ করা হয়েছিল যার নামে

চেক জারি করা হয়েছে, মার্চ, ২০১১ সালে বন্ধ হয়ে গেছে এবং মেসার্স নিউ সিং ইলেকট্রনিক্স নামে এবং শৈলীতে নতুন সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করেছে।

v) পূর্ববর্তী কোম্পানির পক্ষ থেকে জারি করা চেকটি স্বীকৃতভাবে ২৪.১০.২০১১ তারিখের, যা এটি বন্ধ হওয়ার ৮ মাস পরে।

vi) এই যুক্তির সমর্থনে সম্পূরক হলফনামা দাখিল করা হয়েছে যে অ্যাকাউন্টের বিবৃতি থেকে ৩১.০৩.২০১১ পর্যন্ত সমস্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

vii) আবেদনকারীর যুক্তি হল যে চেকটি নিরাপত্তা হিসাবে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও অভিযোগকারী দ্বারা অপব্যবহার করা হয়েছিল।

viii) জবাবে অভিযোগকারী বলেছেন যে, স্বাক্ষরহীন এমন একটি নথি দীর্ঘ ১১ বছর পর পেশ করা হয়েছে এবং তা বানানো।

ix) বিচারিক আদালত এবং আপিল কোর্ট রায় দিয়েছে যে চেকটি "ড্রয়ারের স্বাক্ষর অসম্পূর্ণ" অনুমোদনের সাথে আইনত অসম্মানিত হয়েছিল।

১৫. **এন. আই আইনের ১৩৮ ধারায় বলা হয়েছেঃ-**

> **"১৩৮ অ্যাকাউন্টে অর্থের অপ্রতুলতা ইত্যাদির জন্য চেকের অসম্মান —** যেখানে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাংকারের কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য কোনও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, কোনও ঋণ বা অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য যে কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোনও চেক টানা হয়, তা ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিতভাবে ফেরত পাঠানো হয়, হয় কারণ সেই অ্যাকাউন্টে জমা থাকা অর্থের পরিমাণ চেকটি প্রদানের জন্য অপর্যাপ্ত বা এটি অতিক্রম করে

কারণ সেই অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ চেকটি সম্মান করার জন্য অপর্যাপ্ত বা এটি অতিক্রম করেছে সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে করা চুক্তির মাধ্যমে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই পরিমাণ অর্থ অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এই আইনের অন্য কোনও বিধানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে তিনি কারাদণ্ডে, যা দুই বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে, অথবা চেকের পরিমাণের দ্বিগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অন্তর্ভুক্ত কিছুই প্রযোজ্য হবে না যদি না-

(ক) চেকটি তোলার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে অথবা তার বৈধতার সময়কালের মধ্যে, যেটি আগে হয়, ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে;

(খ) চেক প্রদানকারী বা ধারক, ক্ষেত্রমত, চেক প্রদানের সময়, চেকটি পরিশোধ না করা অবস্থায় ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ব্যাংক থেকে তথ্য পাওয়ার [ত্রিশ দিনের মধ্যে] চেক প্রদানকারীর কাছে লিখিত নোটিশ দিয়ে উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের দাবি করেন; এবং

(গ) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে উক্ত চেক প্রদানকারী বা, ক্ষেত্রমত, চেক প্রদানকারীর কাছে উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন।"

১৬. বিনোদ তান্না এবং আরেকজন বনাম জাহির সিদ্দিকী এবং অন্যান্যরা, (২০০২) ৭ এস. সি. সি ৫৪১,১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ -

"৫. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র কৌঁসুলি শ্রী বোবদে যুক্তি দেন যে, হাইকোর্ট মোদী সিমেন্টস মামলায় (উপরে) এই আদালতের রায়ের অনুপাত মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ উক্ত রায়ের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে আদালত একটি উপসংহার লিপিবদ্ধ করেছে যে, ইলেকট্রনিক্স ট্রেড এবং টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান টেকনোলজিস্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (ইলেকট্রনিক্স) (প্রি) লিমিটেড (১৯৯৬-২) ১১৩ পি.এল.আর. ৩৩২ (এসসি) এবং কে.কে. সিদ্ধার্থন বনাম টি.পি. প্রবীণা চন্দ্রন, (১৯৯৭-১) ১১৫ পি.এল.আর. ২৩৩ (এসসি) এফএস-এ বর্ণিত আইনি প্রস্তাবের সাথে এটি সম্পূর্ণ একমত। এই দুটি ক্ষেত্রে, প্রশ্নবিদ্ধ চেকটি তহবিলের অপ্রতুলতার কারণে বা পরিমাণের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল।

ব্যাংক এবং ইলেকট্রনিক্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরে) এর সাথে করা চুক্তি অনুসারে, চেকটি স্থগিত করার নির্দেশের কারণে গৃহীত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, আইনের ধারা ১৩৮ এর সরল পাঠ স্পষ্ট করে দেয় যে যদি না উল্লেখিত পূর্ববর্তী শর্তগুলি পূরণ হয়, তাহলে উক্ত শাস্তিমূলক বিধান প্রযোজ্য হবে না। বিষয়টির এই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিতর্কিত রায়ের অনুচ্ছেদ ৫-এ উল্লিখিত স্বীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধা করি না যে হাইকোর্ট মোদি সিমেন্টস (উপরে) মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ভুল করেছে। অতএব, আমরা হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বাতিল করে, ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করি এবং ফৌজদারি আপিলের অনুমতি দিই।"

১৭. মেসার্স লক্ষ্মী ডাইচেম বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্যরা, ফৌজদারি আপিল নম্বর ১৮৭০-১৯০৯ ২০১২, ২৭ নভেম্বর, ২০১২, সুপ্রিম আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"৬. ১৯৮৮ সালের ৬৬ নম্বর আইনের মাধ্যমে আইনে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ থেকে ১৪২ ধারার সমন্বয়ে গঠিত অধ্যায় XVII প্রবর্তন করা হয়। উক্ত অধ্যায়ে থাকা বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংকিং কার্যক্রমের কার্যকারিতার প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত করা এবং ব্যবসায়িক এবং দৈনন্দিন লেনদেনে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করা, এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের অসম্মানকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা। একটি নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট, তা সে প্রতিশ্রুতিপত্র বা চেকের আকারেই হোক না কেন, স্বভাবতই একটি গম্ভীর দলিল যা কেবল এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের ধারকের কাছে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না বরং অর্থ প্রদানের জন্য এটিকে সম্মানিত করা হবে এমন প্রতিশ্রুতিও বহন করে। এই লক্ষ্যে আইনের ১৩৯ ধারা একটি আইনগত অনুমান উত্থাপন করে যে চেকটি আইনত আদায়যোগ্য ঋণ বা অন্যান্য দায়মুক্তির জন্য জারি করা হয়েছে। এই অনুমান নিঃসন্দেহে বিচারে খণ্ডনযোগ্য, তবে এতে কোনও আপত্তি নেই যে এটি অভিযোগকারীর পক্ষে এবং ইনস্ট্রুমেন্টের ড্রয়ারারের উপর বোঝা স্থানান্তর করে (যদি একই হয়)। (অসম্মানিত) প্রমাণ করার জন্য যে দলিলটি কোনও আইনগত বিবেচনা ছাড়াই ছিল। এটিও উল্লেখযোগ্য

যে ১৩৮ ধারা চেকের অসম্মানকে কারাবাস এবং জরিমানার দণ্ডনীয় অপরাধ করার সময় এমন উপকরণের ড্রয়ারদের সুরক্ষার জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থাও করে যেখানে অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কারণে অসম্মান ঘটতে পারে। এটি চেকের আওতায় অর্থ প্রদানের আহ্বানকারী যন্ত্রের ড্রয়ারের উপর একটি নোটিশ দেওয়ার পরিকল্পনা করে এবং সংবিধিবদ্ধ সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এবং ড্রয়ারের উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে মামলা করার অনুমতি দেয়।

৭. আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য যে প্রশ্নটি আসে তা হল, চেকের অসম্মান আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে পরিকল্পিত দুটি আকস্মিকতার মধ্যে কেবল একটিতে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে কি না, যা আমাদের উদ্দেশ্যে যতটা প্রাসঙ্গিক তা নিম্নরূপঃ

"১৩৮. অ্যাকাউন্টে তহবিলের অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির জন্য চেকের অসম্মান-যদি কোনও ব্যক্তি কোনও ঋণ বা অন্যান্য দায়বদ্ধতার সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের জন্য সেই অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য কোনও ব্যক্তিকে কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোনও ব্যাংকারের কাছে রাখা অ্যাকাউন্টে কোনও চেক ব্যাঙ্কের দ্বারা ফেরত দেওয়া না হয়, হয় সেই অ্যাকাউন্টে জমা থাকা অর্থের পরিমাণ চেকটি সম্মান করার জন্য অপর্যাপ্ত বা সেই ব্যাঙ্কের সাথে করা চুক্তির মাধ্যমে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করা পরিমাণের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে, এই ব্যক্তি একটি অপরাধ করেছেন বলে মনে করা হবে এবং এই আইনের অন্য কোনও বিধানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, এক বছরের কারাদণ্ড বা চেকের পরিমাণের দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৮. উপরের থেকে বলা হয়েছে যে, অসম্মান অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে শুধুমাত্র তখনই যখন ব্যাঙ্ক 'পরিশোধ না করে' চেকটি পুনরুদ্ধার করবে কারণ হয় ড্রয়ারের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ চেকটি সম্মান করার জন্য অপর্যাপ্ত বা সেই পরিমাণ সেই ব্যাঙ্কের সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রদানের ব্যবস্থা করা পরিমাণের চেয়ে বেশি। হাইকোর্টের অভিমত ছিল এবং তাই আমাদের সামনে উত্তরদাতার পক্ষে জমা দেওয়া হয়েছিল যে অসম্মান কেবল ১৩৮ ধারায় উল্লিখিত দুটি আকস্মিকতার মধ্যে একটি অপরাধ হবে এবং অন্য কোনওটি নয়। যুক্তি ছিল যে ১৩৮ ধারা একটি শাস্তিমূলক বিধান হওয়ায় কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।যখন এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন অসম্মান

অবশ্যই ধারা ১৩৮-এর অধীনে নির্ধারিত দুটি কারণের মধ্যে একটির জন্য হতে হবে এবং অন্য কোনওটি নয়। যুক্তিটি নিঃসন্দেহে প্রথম লজ্জায় আকর্ষণীয় বলে মনে হয় তবে ঘনিষ্ঠ তদন্ত থেকে বাঁচতে পারে না। যাইহোক, জমা দেওয়ার বিষয়ে নতুন বা উদ্ভাবনী কিছুই নেই, কারণ এটি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে এবং গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অসংখ্য সিদ্ধান্তে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমাদের এই সমস্ত ঘোষণা উল্লেখ করে এই রায়কে বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। আমাদের মতে, উক্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কেবল কয়েকটি উল্লেখই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

৯. এন. ই. পি. সি মাইকন লিমিটেড বনাম ম্যাগমা লিজিং লিমিটেড (১৯৯৯) ৪ এস. সি. সি. ২৫৩-এ, আপিলকারী-সংস্থা কর্তৃক তার দায় পরিশোধের জন্য জারি করা চেকগুলি 'অ্যাকাউন্ট বন্ধ' মন্তব্য সহ সংস্থাটি দ্বারা পুনর্বিবেচিত হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল যে সেই কারণে কোনও অসম্মান নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী কিনা। যে সংস্থা চেক জারি করেছিল তার যুক্তি ছিল যে ১৩৮ ধারাকে শাস্তিমূলক বিধান হিসাবে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং যখন এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে একটি চেকের অসম্মান শাস্তিযোগ্য ছিল না কারণ এটি ১৩৮ ধারায় উল্লিখিত দুটি আকস্মিকতার মধ্যে কোনওটিতেই পড়েনি। এই আদালত দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের দ্বারা প্রকাশিত বিচারিক মতামতের প্রচলিত বিভাজন লক্ষ্য করেছে এবং এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে যে ১৩৮ ধারাকে অবশ্যই কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে বা সংবিধির দ্বারা অর্জনের উদ্দেশ্যে অবজ্ঞা করতে হবে। কানওয়ার সিং বনাম দিল্লি প্রশাসন (এ. আই. আর ১৯৬৫ এস. সি. ৮ এবং ৭১), এবং স্বন্ত্রাজ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৫) ৩ এস. সি. সি ৩২২-এ এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এই আদালত রায় দিয়েছে যে চেকের ড্রয়ার দ্বারা প্রস্তাবিত ১৩৮ ধারার একটি সংকীর্ণ ব্যাখ্যা বিধানের অন্তর্নিহিত আইনী অভিপ্রায়কে পরাজিত করবে। তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম এম. কে. কান্দাস্বামী (১৯৭৫) ৪ এস. সি. সি. ৭৪৫, এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। এই আদালত ঘোষণা করে যে একটি শাস্তিমূলক বিধানের ব্যাখ্যা করার সময় যা প্রকৃতিতে প্রতিকারমূলক এমন একটি নির্মাণ যা তার উদ্দেশ্যকে পরাজিত করবে বা সংবিধির বই থেকে এটিকে মুছে ফেলার প্রভাব ফেলবে তা বাদ দেওয়া উচিত এবং যদি একাধিক নির্মাণ সম্ভব হয় তবে আদালতকে এমন একটি নির্মাণ বেছে নিতে হবে যা আইনের কার্যকারিতা এবং কার্যকারিতা বজায় রাখবে এমন ব্যাখ্যার পরিবর্তে যা আইনকে অযৌক্তিক বা নির্জীব করে তুলবে। আদালত সিফোর্ড কোর্ট এস্টেটস লিমিটেড বনাম আশের (১৯৪৯ ২ অল ই. আর. ১৫৫) থেকে বহুল উদ্ধৃত অংশের উপর নির্ভর করেছিল যেখানে লর্ড ডেনিং, বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছিলেনঃ

"ইংরেজি ভাষা গাণিতিক নির্ভুলতার উপকরণ নয়। আমাদের সাহিত্য যদি তা হত, তা হলে তা আরও খারাপ হত। এখানেই সংসদের আইনগুলির খসড়া প্রস্তুতকারীদের প্রায়শই অন্যায়ভাবে সমালোচনা করা হত। একজন বিচারক নিজেকে এই অনুমিত নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ বলে বিশ্বাস করে যে তাকে অবশ্যই ভাষার দিকে নজর দিতে হবে এবং অন্য কিছু নয়, তিনি বিলাপ করেন যে খসড়া প্রস্তুতকারীরা এর জন্য বা তার জন্য ব্যবস্থা করেননি, বা কিছু বা অন্যান্য অস্পষ্টতার জন্য দোষী হয়েছেন। এটি অবশ্যই বিচারকদের সমস্যা থেকে রক্ষা করবে যদি সংসদের আইনগুলি ঐশ্বরিক পূর্বজ্ঞান এবং নিখুঁত স্বচ্ছতার সাথে খসড়া করা হয়। এর অনুপস্থিতিতে, যখন কোনও ত্রুটি দেখা দেয় তখন কোনও বিচারক কেবল হাত গুটিয়ে খসড়া প্রস্তুতকারীকে দোষ দিতে পারেন না। তাকে অবশ্যই সংসদের অভিপ্রায় খুঁজে বের করার গঠনমূলক কাজ করতে হবে, এবং তাকে অবশ্যই এটি করতে হবে কেবল সংবিধির ভাষা থেকে নয়, বরং সামাজিক অবস্থার বিবেচনা থেকেও যা এর জন্ম দিয়েছিল এবং যে প্রতিকারের জন্য এটি পাস করা হয়েছিল, এবং তারপরে তাকে অবশ্যই লিখিত শব্দটির পরিপূরক হতে হবে যাতে আইনসভার অভিপ্রায়কে 'শক্তি ও প্রাণ' দেওয়া যায়।... একজন বিচারপতিকে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে, কীভাবে, যদি আইনটির নির্মাতারা নিজেরাই এর গঠনে এই গণ্ডগোলের সম্মুখীন হতেন, তবে তারা এটিকে সোজা করে দিতেন। একজন বিচারক অবশ্যই সেই উপাদানটি পরিবর্তন করবেন না যার মধ্যে আইনটি বোনা হয়েছে, তবে তিনি ছিদ্রগুলি ইস্ত্রি করতে পারেন এবং তার উচিত।

১০. মোদী সিমেন্টস লিমিটেড বনাম কুচিল কুমার নন্দী (১৯৯৮) ৩ এস. সি. সি ২৪৯ মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এই আদালত বলেছিল যে "অর্থের পরিমাণ.....

.....

১১. এই আদালতের বিবেচনার জন্য মোদী সিমেন্টস লিমিটেড (উপরে)-এর ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল যে ড্রয়ারের অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেওয়ার কারণে চেকের অসম্মান করা কি আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অসম্মান। ইলেকট্রনিক্স ট্রেড এবং টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান টেকনোলজিস্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (ইলেকট্রনিক্স) (পি) লিমিটেড (১৯৯৬) ২ এসসিসি ৭৩৯ এবং সিদ্ধার্থন বনাম টিপি প্রবীনা চন্দ্রন (১৯৯৬) ৬ এসসিসি ৩৬৯-এ এই আদালতের আগের দুটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, চেকের ড্রয়ার যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদি ড্রয়ারের দ্বারা অর্থ প্রদান বন্ধ করা হয়, তবে চেকের অসম্মান ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ হতে পারে না।

যুক্তিটি এই আদালত বিশেষভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। শুধু তাই নয়, ইলেকট্রনিক্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরে)-এর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, ড্রয়ারটি ধারককে চেকটি উপস্থাপন না করার জন্য নোটিশ জারি করার পরে ব্যাঙ্কের দ্বারা চেকের অসম্মান একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে না। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"১৮. আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, এই দুটি প্রতিবেদিত রায়ে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি আইনের ১৩৮ এবং ১৩৯ ধারার মূল এবং উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। যদি আমরা এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করি তবে এটি ১৩৮ ধারাকে একটি মৃত চিঠিতে পরিণত করবে, কারণ ঋণ বা দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে চেক জারি করার পরপরই ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ড্রয়ার সহজেই শাস্তিমূলক পরিণতি থেকে মুক্তি পেতে পারে, যদিও একটি গণ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। আরও 'ইলেকট্রনিক্স ট্রেড এবং টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের অনুচ্ছেদ ৬-এ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি। "১৩৮ ধারার উদ্দেশ্য হল দরপত্রের ড্রয়ারের পক্ষ থেকে কোনও ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত তহবিল ছাড়াই চেক তোলার ক্ষেত্রে অসততা রোধ করা এবং প্রাপক বা ধারককে যথাসময়ে তার উপর ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করা। ১৩৮ ধারায় অনুমান করা হয়েছে যে কেউ যদি অসাধুভাবে চেক জারি করে তবে অপরাধ করে" (জোর দেওয়া হয়েছে) আমাদের মতে, আইনটিও সঠিকভাবে নির্ধারণ করবেন না।

২০. আইনের ১৩৮ ধারাটি যত্ন সহকারে পড়ার পর, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্মত হতে পারি না যে, আইনের ১৩৮ ধারাটি চেক ড্রয়ারের বিরুদ্ধে অসততার অনুমান করে যদি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চেক ইস্যু করার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে এবং তাই এটি আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে একটি অপরাধের সমান। এখানে উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, আমরা উপরের দুটি মামলায় এই আদালত দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি ভাগ করতে অক্ষম এবং আমরা আইনের ১৩৮ ধারার ব্যাখ্যা সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত সীমিত পরিমাণে সম্মানের সাথে একমত নই।"

১৮. বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারী ২১.০২.২০১২ তারিখের একটি উকিলের চিঠির মাধ্যমে অভিযোগকারীর আইনজীবীদের তারিখের ০১.০২.২০১২ এবং নোটিশের জবাব দিয়েছে

অভিযোগকারীর প্রতি তার ঋণ এবং দায় অস্বীকার করেছে। আবেদনকারীদের উত্তরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল ব্যবসা বন্ধ করার সময়, যে নামে বিতর্কিত চেকটি রয়েছে, সেখানে কোনও বকেয়া বকেয়া ছিল না।

১৯. কোম্পানিটি ২০১১ সালের মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে যায়।

২০. এবং চেকের তারিখ ২৪.১০.২০১১।

২১. এটি প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীর মামলাটিকে সমর্থন করে যে জারি করা চেকটি তারিখবিহীন ছিল এবং সুরক্ষা হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। চেকের স্বাক্ষরটিও অসম্পূর্ণ।

২২. যেমন চেক উপস্থাপনের তারিখে, যে সংস্থাটি চেক জারি করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তার আর অস্তিত্ব ছিল না।

২৩. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে বর্তমান ক্ষেত্রে ১৩৮ নং এন. আই. আইনের বাধ্যতামূলক বিধান উপস্থিত নেই। ঋণ এবং/অথবা দায় সম্পর্কে অনুমানটিও অস্বীকার করা হয়েছে যে অসম্পূর্ণ স্বাক্ষর সহ চেকটি পরবর্তীকালে তারিখ দেওয়া হয়েছিল এবং যে সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে এটি জারি করেছে সেই সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ৮ মাস পরে জমা দেওয়া হয়েছিল, কোনও বকেয়া বকেয়া ছাড়াই (মেসার্স লক্ষ্মী ডাইচেম বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্যরা (উপরে))।

২৪. ২০২০ সালের সি আর আর ৩০২ অনুমোদিত।

২৫. ২০১৭ সালের ফৌজদারি সংশোধন নং ১৫৩, কলকাতার সিটি সেশন কোর্টের বেঞ্চ-১-এর বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত ২৯.১১.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ, ২০১২ সালের মামলা নং C/৪৩১৫, কলকাতার তৃতীয় আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ২০.০৪.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশকে সমর্থন করে,

যেখানে আবেদনকারীকে ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং আদালত কক্ষের ভেতরে আটক রেখে আদালত উঠা পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে অনাদায়ে ১ (এক) বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় এবং আবেদনকারী রাজেশ সিংকে সেই অনুযায়ী খালাস দেওয়া হচ্ছে এবং তার জামিননামা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।

২৬. আবেদনকারীকে হাইকোর্টের তারিখ ০৮.০২.২০২২-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিচারিক আদালতের সামনে ১৫.০২.২০২২-এ আবেদনকারী কর্তৃক জমা করা টাকা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২৭. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হল।

২৮. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হল।

২৯. প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচার আদালতে প্রেরণ করা হোক।

৩০. আবেদন করা হলে, এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে দ্রুত সরবরাহ করা হোক।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and

may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal